রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৭, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

ঢাকা

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭বঙ্গাব্দ/৭ জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৬৩-আইন/২০১০/২২৮৬/শুল্ক।—Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 18E এর sub-section (5) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালা—

(১) "অনুরূপ পণ্য" অর্থ এইরূপ পণ্য যাহা তদন্তাধীন পণ্যের অভিন্ন প্রকারের অথবা প্রায় সকল দিক হইতে একই রকম;

(২) "আইন" অর্থ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969);

(৩) "আগ্রহী পক্ষ" অর্থ—

(ক) সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে তদন্তাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক বা বিদেশী উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক অথবা কোন ব্যবসায় বা বণিক সমিতি, যাহার অধিকাংশ সভ্য উক্ত পণ্যের উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক বা আমদানিকারক;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(খ) রপ্তানীকারক দেশের সরকার; এবং

(গ) বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্যের উৎপাদনকারী;

(৪) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেইফগার্ড কর্তৃপক্ষ;

(৫) "তদন্ত" অর্থ আইনের section 18E-এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক পরিচালিত কোন তদন্ত (enquiry);

(৬) "প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্য" অর্থ এইরূপ পণ্য যাহা তদন্তাধীন পণ্যের বিকল্প;

(৭) "বর্ধিত পরিমাণ" অর্থ নিরংকুশ মাত্রায় বা স্থানীয় উৎপাদনের সহিত তুলনীয় মাত্রায় আমদানি বৃদ্ধি;

(৮) "সংকটাপন্ন পরিস্থিতি" অর্থ এইরূপ কোন পরিস্থিতি যে ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, বর্ধিত আমদানি অনুরূপ পণ্য বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী কোন পণ্য উৎপাদনকারী স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি করিয়াছে অথবা স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে এবং সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিলম্বিত হইলে স্থানীয় শিল্পের এইরূপ ক্ষতি হইবে যাহা পূরণ করা কষ্টসাধ্য হইবে;

(৯) "সাময়িক শুল্ক" অর্থ আইনের section 18E (2) এর অধীন আরোপিত সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক;

(১০) "স্থানীয় শিল্প" অর্থ উৎপাদনকারী, যাহারা—

(ক) সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্য উৎপাদন করে; বা

(খ) অনুরূপ পণ্য বা বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী উক্ত পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদনের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করে;

(১১) "স্বার্থহানী" অর্থ এইরূপ কোন ক্ষতি যাহা স্থানীয় শিল্পের সামগ্রিক অবস্থাকে লক্ষ্যনীয় মাত্রায় ভারসাম্যহীন করে;

(১২) "স্বার্থহানির হুমকি" অর্থ স্বার্থহানির সুস্পষ্ট এবং অত্যাসন্ন ঝুঁকি।

৩। **সেইফগার্ড কর্তৃপক্ষ**।—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পণ্যের সেইফগার্ড সম্পর্কিত কোন আবেদনের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের সইেফগার্ড কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষকে সরকার প্রয়োজনীয় জনবল সরবরাহ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করিবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব**।—এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) সেইফগার্ড শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সনাক্তকরণ;

(খ) বাংলাদেশে কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা;

(গ) কোন নির্দিষ্ট দেশ হইতে কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকির বিষয়ে সরকারের নিকট রিপোর্ট, সাময়িক অথবা অন্যবিধভাবে, প্রদান;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান, যথা ঃ—

(অ) স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি দূরীকরণার্থ আরোপযোগ্য সেইফগার্ড শুল্কের পরিমাণ;

(আ) আরোপযোগ্য সেইফগার্ড শুল্কের স্থায়িত্বকাল এবং, যেক্ষেত্রে এইরূপ শুল্ক এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য আরোপের সুপারিশ করা হয়, সেক্ষেত্রে, অগ্রগতিশীল উদারীকরণের একটি সময়সীমা, যাহা শিল্পের ইতিবাচক সমন্বয়ে সহায়তার জন্য যথার্থ;

(ঙ) সেইফগার্ড শুল্ক অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনাকরণ।

৫। **তদন্ত আরম্ভকরণ**।—(১) কর্তৃপক্ষ, অনুরূপ পণ্য বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারী কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর, বিক্রয়, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, মুনাফা ও লোকসান এবং কর্মসংস্থানের মাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরংকুশ মাত্রায় বা স্থানীয় উৎপাদনের সহিত তুলনীয় মাত্রায় কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকির অস্তিত্ব নির্ণয় করিবার জন্য তদন্ত আরম্ভ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে, যথাঃ—

(ক) বর্ধিত আমদানি;

(খ) স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি;

(গ) আমদানি ও কথিত স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক; এবং

(ঘ) আমদানি প্রতিযোগিতার সহিত ইতিবাচক সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থা বা পরিকল্পিত গৃহীতব্য ব্যবস্থার অথবা উভয়বিধ ব্যবস্থা।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্ত আরম্ভ করিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত প্রমাণাদির সত্যতা ও যথার্থতা পরীক্ষার পর তিনি সন্তুষ্ট হন যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রমাণাদি রহিয়াছে, যথা ঃ—

(ক) বর্ধিত আমদানি;

(খ) স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি; এবং

(গ) আমদানি ও কথিত স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক।

(৪) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আইনের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস্ অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে উপ-বিধি (৩) এর দফা (ক), (খ) ও (গ) এ বর্ণিত বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান রহিয়াছে সেক্ষেত্রে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তদন্ত আরম্ভ করিতে পারিবেন।

৬। **তদন্ত পরিচালনার নীতি।**—(১) কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশে কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির প্রভাবে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকি নির্ণয়ের জন্য তদন্ত আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, তদ্‌সম্পর্কে একটি গণ বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন যাহাতে, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং উহার রপ্তানিকারক দেশসমূহের নাম;

(খ) তদন্ত আরম্ভ করিবার তারিখ;

(গ) যে সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকির অভিযোগ আনীত হইয়াছে উহার সার-সংক্ষেপ;

(ঘ) তদন্ত আরম্ভ করিবার কারণসমূহ;

(ঙ) আগ্রহী পক্ষগণ যে ঠিকানায় তাহাদের লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করিবেন সে ঠিকানাসমূহ; এবং

(চ) আগ্রহী পক্ষগণের বক্তব্য উপস্থাপনের বা প্রেরণের সময়সীমা।

(২) কর্তৃপক্ষ জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তির কপি সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও, যদি মামলায় প্রয়োজন হয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং যে পণ্যের বর্ধিত আমদানি স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি করিয়াছে বা স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে মর্মে অভিযোগ উঠিয়াছে উক্ত পণ্যের জ্ঞাত রপ্তানিকারক, সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক দেশের সরকার ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষসহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সেইফগার্ড বিষয়ক কমিটিকে প্রেরণ করিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ও স্থানে বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের অনুলিপি সরবরাহ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) জ্ঞাত রপ্তানিকারকগণ অথবা সংশ্লিষ্ট বণিক সমিতি;

(খ) রপ্তানিকারক দেশের সরকার; এবং

(গ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;

তবে শর্ত থাকে যে কর্তৃপক্ষ অন্য কোন আগ্রহী পক্ষকে, লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, আবেদনপত্রের একটি অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ, রপ্তানিকারক, বিদেশী উৎপাদনকারী এবং আগ্রহী দেশের সরকারের নিকট হইতে তৎকর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী যে কোন তথ্য আহ্বান করিবার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ তথ্য উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা উপর্যুক্ত কারণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে, প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনপত্রের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত হয়, অথবা রপ্তানিকারী দেশের যথাযথ কূটনৈতিক প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হয়, উক্ত তারিখের দশ কার্যদিবস পর উহা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ, তদন্তাধীন পণ্যের শিল্পে ব্যবহারকারীকে এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্যটি সাধারণভাবে খুচরা পর্যায়ে বিক্রয় হইয়া থাকে সেসকল ক্ষেত্রে ভোক্তা সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিকে তদন্তের বিষয়ে প্রাসংগিক তথ্যাদি লিখিতভাবে দাখিলের সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৬) কর্তৃপক্ষ কোন আগ্রহী পক্ষ অথবা উহার প্রতিনিধিকে মৌখিকভাবে তথ্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন, তবে তিনি এইরূপ মৌখিক তথ্য কেবল তখনই বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিবেন যদি পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে তাহা লিখিতভাবেও উপস্থাপন করা হয়।

(৭) কর্তৃপক্ষ তাহার নিকট কোন আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি তদন্তে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য পক্ষের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করিবেন।

(৮) যদি কোন ক্ষেত্রে কোন আগ্রহী পক্ষ যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতে অথবা সরবরাহে অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে তদন্তে উল্লেখযোগ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাহার তদন্ত রিপোর্ট লিপিবদ্ধক্রমে তদ্‌বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। **গোপণীয় তথ্য।**—(১) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১), (৩) ও (৭), বিধি ৯ এর উপ-বিধি (২), এবং বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ গোপণীয় প্রকৃতির কোন তথ্য, অথবা গোপণীয় হিসাবে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কারণ দর্শানো সাপেক্ষে প্রদত্ত কোন তথ্য সম্পর্কে উহাদের গোপণীয়তা নিশ্চিত করিবেন, এবং প্রদানকারী পক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে এইরূপ তথ্য প্রকাশ করিবেন না।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, গোপণীয় তথ্য প্রদানকারী পক্ষসমূহকে উক্ত তথ্যের অগোপণীয় সারাংশ সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং যদি তথ্য সরবরাহকারী মনে করেন যে, উক্ত তথ্যের অগোপণীয় সারাংশ সরবরাহ করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে উহার কারণ সম্বলিত একটি বিবরণী সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, গোপণীয়তার দাবী বিবেচনাযোগ্য নহে, অথবা তথ্য সরবরাহকারী তথ্য প্রকাশে বা উহা সাধারণভাবে বা সারাংশ আকারে প্রকাশ অনুমোদন করিতে অনিচ্ছুক, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত তথ্য অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, যদি না যথাযথ সূত্র হইতে তাহার নিকট প্রতিভাত হয় যে উক্ত তথ্য সঠিক।

৮। **স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির আশংকা নিরূপণ।**—কর্তৃপক্ষ স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির আশংকা নিরূপণকালে, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, বিধি ৬ এ বর্ণিত নীতিসমূহ বিবেচনা করিবেন।

৯। **প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট।**—(১) কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাহার তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং, সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে, স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি সম্পর্কিত প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টকে অনুজীব্য করিয়া একটি গণ বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উক্ত গণ বিজ্ঞপ্তির একটি কপি সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।

১০। **সাময়িক শুল্ক আরোপ।**—কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনের section 18E(2) এর অধীন সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ শুল্ক—

(ক) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সেইফগার্ড বিষয়ক কমিটিকে অবহিত করিবার পর আরোপ করিতে হইবে, এবং

(খ) যে তারিখে আরোপ করা হয় সে তারিখ হইতে দুইশত দিবসের বেশী সময়কালের জন্য কার্যকর থাকিবে না।

১১। **চূড়ান্ত রিপোর্ট।**—(১) কর্তৃপক্ষ, তদন্ত আরম্ভ করিবার তারিখ হইতে আট মাসের মধ্যে অথবা সরকার যেরূপ অনুমোদন করে সেরূপ সম্প্রসারিত সময়ের মধ্যে, নিম্নরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন,—

(ক) তদন্তাধীন পণ্যের বর্ধিত আমদানি স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে কি না অথবা স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি হইয়াছে কি না ; এবং

(খ) বর্ধিত আমদানি ও স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা।

(২) কর্তৃপক্ষ আরোপযোগ্য সেইফগার্ড শুল্কের পরিমাণ ও স্থায়িত্বকাল সম্পর্কেও সুপারিশ করিবেন, যাহা স্বার্থহানি রোধ বা প্রতিকার এবং ইতিবাচক সমন্বয়কে ত্বরান্বিত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সুপারিশকৃত সময় এক বৎসরের অধিক হইলে, কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক সমন্বয় ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অগ্রগতিশীল উদারীকরণের জন্য একটি সময়সীমাও নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৩) চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট ইতিবাচক হইলে উহাতে প্রকৃত ঘটনা, সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী এবং সিদ্ধান্ত পৌঁছিবার কারণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উল্লেখ থাকিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ উহার চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিয়া একটি গণ বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উহার কপি সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১২। **সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ**।—(১) বিধি ১১ এর অধীন চূড়ান্ত রিপোর্টের আওতাভুক্ত পণ্য বাংলাদেশে আমদানির উপর আইনের section 18E এর অধীন সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যাইবে, যাহা স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি রোধ বা দূরীকরণ এবং ইতিবাচক সমন্বের জন্য যে পরিমাণ পর্যন্ত উহার অধিক হইবে না।

(২) যদি কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রিপোর্ট নেতিবাচক হয়, অর্থাৎ যে আপাতঃ প্রমাণাদির ভিত্তিতে তদন্ত আরম্ভ করা হইয়াছিল উহাদের বিপরীত হয়, তাহা হইলে বিধি ১০ এর অধীন কোন সাময়িক শুল্ক আরোপ করা হইয়া থাকিলে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে, উহা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১৩। **বৈষম্যহীন ভিত্তিতে শুল্ক আরোপ**।—বিধি ১০ অথবা বিধি ১২ এর অধীন আরোপিত যে কোন সেইফগার্ড শুল্ক বৈষম্যহীন ভিত্তিতে আরোপিত হইবে এবং উৎস নির্বিশেষে আমদানীকৃত সকল পণ্যের উপর উহা প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন উন্নয়নশীল দেশ হইতে উক্ত পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যাইবে না, যদি—

(ক) উক্ত দেশ হইতে সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানী বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট আমদানির তিন শর্তাংশের কম হয়; এবং

(খ) এককভাবে উক্ত পণ্যের তিন শর্তাংশের কম আমদানির সহিত জড়িত উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলির আমদানি সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট আমদানির নয় শর্তাংশের অধিক না হয়।

১৪। **সেইফগার্ড শুল্ক বলবৎ হইবার তারিখ**।—(১) বিধি ১০ অথবা বিধি ১২ এর অধীন আরোপিত সেইফগার্ড শুল্ক, এতদ্‌সংক্রান্ত সরকারী গেজেট প্রকাশের দিন হইতে বলবৎ হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সাময়িক শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষ এই মর্মে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করেন যে, বর্ধিত আমদানি স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি করিয়াছে অথবা স্বার্থহানির হুমকি সুষ্টি করিয়াছে, সেক্ষেত্রে সেইফগার্ড শুল্ক সমায়িক শুল্ক আরোপের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

১৫। **শুল্ক ফেরত (Refund)**।—আইনের section 18E (2) এর প্রথম শর্তাংশের বিধান সাপেক্ষে, যদি তদন্ত সমাপ্তির পর আরোপিত সেইফগার্ড শুল্ক ইতিপূর্বে আরোপিত এবং আদায়কৃত সাময়িক শুল্ক অপেক্ষা কম হয়, তবে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ আমদানিকারককে ফেরত প্রদান করা যাইবে।

১৬। **সেইফগার্ড শুল্কের স্থায়ীত্বকাল**।—(১) বিধি ১২ এর অধীন আরোপিত সেইফগার্ড শুল্কের স্থায়ীত্বকাল হইবে স্বার্থহানি রোধ বা প্রতিকার এবং ইতিবাচক সমন্বয় তরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সুপারিশকৃত সেইফগার্ড শুল্ক প্রয়োগ কোন অবস্থাতেই চার বৎসরের অধিক সময়ের জন্য প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্ত চার বৎসর সময়কালের মধ্যে বিধি ১০ এর আওতায় আরোপিত সাময়িক শুল্কের সময়কালও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) সেইফগার্ড শুল্কের স্থায়ীত্বকাল পরিস্থিতিভেদে বিধি ৫ ও ৮ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বিধি ৬ ও ৭ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে আরও চার বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে এবং উহার প্রয়োগকাল, বিধি ৫, ৬, ৭ ও ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে, আরও দুই বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে।

১৭। **শুল্ক উদারীকরণ**।—বিধি ১২ এর অধীন আরোপিত শুল্কের স্থায়ীত্বকাল এক বৎসরের অধিক হইলে উহা আরোপিত থাকাকালে, নিয়মিত ব্যবধানে উক্ত শুল্ক অগ্রগতিশীলভাবে উদারীকরণ করিতে হইবে।

১৮। **পুনর্বিবেচনা**।—(১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে,—

(ক) স্বার্থহানি রোধ বা দূরীকরণের নিমিত্ত সেইফগার্ড শুল্ক অপরিহার্য এবং স্থানীয় শিল্প ইতিবাচকভাবে সমন্বিত হইতেছে এইরূপ প্রমাণাদি রহিয়াছে, তবে সরকারের নিকট উক্ত শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখিবার সুপারিশ করিতে পারিবেন;

(খ) এইরূপ শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখিবার কোন যৌক্তিকতা নাই, তবে সরকারের নিকট উক্ত শুল্ক প্রত্যাহারের সুপারিশ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের স্থায়িত্বকাল তিন বৎসরের অধিক হইলে উক্তরূপ আরোপনের মধ্যবর্তী সময়ের পূর্বেই কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করিবেন, এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উক্তরূপ সেইফগার্ড শুল্ক প্রত্যাহারের অথবা অধিকতর উদারীকরণের সুপারিশ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন পুনর্বিবেচনা আরম্ভ হইলে, এইরূপ পুনর্বিবেচনা আরম্ভের অনধিক আট মাসের মধ্যে, অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সম্প্রসারিত সময়ের মধ্যে, সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) বিধি ৫, ৬, ৭ ও ১১ এর বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৯। **ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই বিধিমালা জারীর পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই বিধিমালার অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd